MAR 22 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ......

খুলনা ভার্সিটিতে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঃ নেপথ্য কথা

দেশের একমাত্র রাজনীতিমুক্ত, সেশনজটহীন সন্ত্রাসমুক্ত সবুজেঘেরা ছোট্ট ক্যাম্পাসটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের। নিশ্চিত ভবিষ্যত্ গড়ার যেন স্বপ্নের এক মায়াভূমি। সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত একজন ছাত্রকে থাকতে হয় সর্বক্ষণিক ব্যস্ততায়। কলেজ জীবন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে মনে হয় যেনো, ডিমোশন হয়ে কিন্ডারগার্টেন জীবনে ফিরে গেলাম। তারপর অবশ্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মমতায় আর ভালবাসায় যখন অবাক লাগতে শুরু হয়, তখন পড়াশোনার তেতো রসটিই মিষ্টি লাগতে শুরু করে। কারণ শিক্ষকদের এ রকম বন্ধুত্বপূর্ণ, মমতাময় আচরণ স্কুল আর কলেজ জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়— কোন অজানা কারণে। কিন্তু অতিসাম্প্রতিক সময়ে এই শান্ত বিশ্ববিদ্যালয়টিতেই ঘটে গেছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। ভাংচুর, ধাওয়াপাল্টাধাওয়া, ভিসি, ট্রেজারার লাঞ্ছিত হওয়ার মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রছাত্রী এ রকমটা হবে কখনও আশা করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় তার দশ বছরের জীবনে প্রথম হল খালি করল— এটাও ছিল কল্পনাতীত। কারণ ইস্যুটি ছিল খুব সামান্যই— প্রায় ৫০ ছাত্রীর আবাসিক সমস্যা মেটাতে হবে। প্রথমে আন্দোলনটি পরিচালনা করছিল ছাত্রীরাই। পরে ছাত্রীরা যখন প্রশাসনের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে বসে, তখন তাদেরই অনুরোধে যুক্ত হয় ছাত্ররা। সবাই জানত ফলটা— প্রশাসনকে একটু চাপ দিলেই, নিরালা আবাসিক এলাকায় একটি ৪/৫ তলার বাসা ভাড়া নিয়ে সমস্যার সমাধান করবে; দরকার হলে ছাত্রীরা ৫০% ব্যয়ভার বহন করবে। কিন্তু না, তা হলো না।

সমবেত ছাত্রছাত্রীদের কাছে কর্তৃপক্ষের একজন এসে প্রথমেই বললেন, 'এই সমস্যার সমাধান করতে পারব না। ছাত্রীদের ছাড়াই ক্যাম্পাস চালাতে পারব। দরকার হলে ছাত্রীরা রাস্তায় থাকবে।'

এ রকম দায়িত্বহীন কথা বললে ছাত্রছাত্রীরা উত্তেজিত হয়। এমন সময় কর্মচারীরা গালিগালাজসহ ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এরপর যুক্ত হয় বহিরাগতের দ্বারা ভাংচুর। এরপর সব ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাস ছাড়তে শুরু করে। কারণ যত দোষ সব তো আবার নন্দঘোষের! আচ্ছা স্যার— আপনি কীভাবে বললেন, মেয়েরা রাস্তায় থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের মেয়ের সমবয়সী মেয়েদের এত সহজে কেন রাস্তার মেয়ে ভাবলেন? মেয়ে ছাড়া ক্যাম্পাস চালাতে পারলে ভর্তি করেছেন কেন? ঐ রকম কাণ্ডকারখানায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ছাত্ররা। আমি কান্না সংবরণ করতে পারিনি। একি দেখছি আজ! আপনারা কী অস্ত্র দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দমিয়ে রাখতে চান? ভয় দেখাতে চান? হ্যাঁ, আমাদের দমিয়ে রাখা সহজ, ভয় দেখানো সহজ, কারণ আমরা অস্ত্র দেখিনি, নোংরা রাজনীতি বুঝি না। আমাদের চোখ বাঁধা হাত বাঁধা—এসব ঘৃণিত ব্যাপারে। কিন্তু আমরা একটা ব্যাপারে ধনী, খুবই গর্বিত— আমরা গর্ববোধ করি। সেটা হলো আমাদের একতা। অবাক হয়ে যান হয়ত যে তথাকথিত কোন আদর্শে বিশ্বাস না করে এত আকাশ সমান একতা কেন আমাদের?

খবরের কাগজে দেখলাম ২০ জনকে বহিষ্কার করা হবে। কোন্ ২০ জনকে? ইতিহাস হয়ে যাবে তাহলে! এই আন্দোলনে প্রশাসন এতটুকু পদক্ষেপ নেবে না আবাসন সমস্যা সামাধানে— তারা ব্যস্ত থাকবে বহিষ্কার করতে, যা জন্ম দেবে আরেকটা আন্দোলনের।

যা হোক, এ সময়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ক'টি সমস্যা প্রকট তা হলো (১) ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা, (২) জীববিজ্ঞান স্কুলের জিপিএ সিস্টেমে জটিলতা কারণ প্রশাসন ৭৫% নম্বরকে ১ম শ্রেণীর সমতুল্য মনে করে, যা অকল্পনীয় ব্যাপার। এ জন্য শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়েও আন্দোলন চলছে। সবার দাবি ৬০% কে ১ম শ্রেণীর সমতুল্য ধরা হোক— যা বাস্তবসম্মত। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দাবি তাদের গ্রেডশীটে গ্রেড পয়েন্টের পাশাপাশি শতকরার সীমার আলাদা একটা কলাম যোগ করা হোক— যা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে বিদ্যমান, বুয়েটে বিদ্যমান।

জানি, এসব সমস্যার সমাধান প্রশাসন উপলব্ধি করেও নিজ থেকে সমাধানের পদক্ষেপ নেবে না। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ ফিরে আসুক ক্যাম্পাসে তাই আশা করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।